গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০২.০০২(অংশ).১৯-৫৬

তারিখঃ ০২ ফাল্গুন ১৪২৭ ব.
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ সাতক্ষীরা জেলা দেবহাটা উপজেলাধীন হাদিপুর জগন্নাথপুর আহছানিয়া আলিম মাদ্রাসা'র ছাত্রীর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ, সরকারী বিধি পালন না করে সরকারী অর্থ গ্রহনসহ ০৭ (সাত)টি অভিযোগে বহিস্কৃত আইসিটি শিক্ষকের বিষয়ে রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের জারীকৃত পত্রের জটিলতা এবং রিট পিটিশন নং-৩৬৫৭/২০১৫ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়/আদেশের বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর হতে জারীকৃত পত্রের কার্যকারিতার নির্দেশনা পাওয়া সংক্রান্ত।

সূত্র:
(১) বামাশিবো'র স্মারক নং-বাকাশিবো/প্রশা/সাত-১২/২২৪৪/৫, তারিখ: ২৮/০১/২০১৯ খ্রি.
(২) বামাশিবো'র স্মারক নং-রিক/২০২৪/৯, তারিখ: ০৭/১০/২০০৪ খ্রি.
(৩) বামাশিবো'র স্মারক নং-বাকাশিবো/প্রশা/সাতক্ষীরা-১২/০৪/৫, তারিখ: ১৩/০১/২০২০ খ্রি.
(৪) বামাশিবো'র স্মারক নং-বাকাশিবো/প্রশা/সাতক্ষীরা-১২/২২৭৯/৬, তারিখ: ২৬/০৬/২০১৯ খ্রি.
(৫) বামাশিবো'র স্মারক নং-বাকাশিবো/সংস্থাপন/আপিল-৪৮০/৯, তারিখ: ১৮/০৩/২০২০ খ্রি.
(৬) ডিএমই'র স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.০৪.০০১.১৭.৪, তারিখ: ২৬/০৯/২০১৭ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা জেলা দেবহাটা উপজেলাধীন হাদিপুর জগন্নাথপুর আহছানিয়া আলিম মাদ্রাসাটি ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে দাখিল স্তর এবং ২০০৯ সালে আলিম স্তর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে ০১/৭/১৯৯৩ তারিখে দাখিল স্তর এমপিওভুক্ত হয় মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। ২০১৮ সালে সভাপতি চিকিৎসার জন্য বিদেশে এবং মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ওমরা পালনের জন্য সৌদী আরবে থাকাকালীন ১৯/৬/২০১৮ তারিখে উক্ত মাদ্রাসার ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক জনাব মো: জহুরুল হক, সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) জনাব মো: ফজর আলির বিরুদ্ধে দেবহাটা থানায় তাঁর (জনাব মো: জহুরুল হক এর) নাবালিকা মেয়ে সুমাইয়া খাতুনকে ধর্ষনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। দেবহাটা থানা কর্তৃক তাকে (জনাব মো: ফজর আলি-কে) আটক করে ২০/০৬/২০১৮খ্রি. তারিখে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ফলে উক্ত আইসিটি শিক্ষক জনাব মো: ফজর আলি-কে ০৪/৭/২০১৮খ্রি. তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় মর্মে সচিব, টিএমইডি বরারব দাখিরকৃত আবেদনে বর্ণিত।

৩। উক্ত সুমাইয়া খাতুন ভয়ে আদালতে ২২ ধারায় জবান বন্দিতে শিক্ষক মো: ফজর আলির সাথে (৮ম শ্রেণীর প্রাইভেট পড়াকালীন হতে) ০২ বছরের যৌন সম্পর্কের স্বীকারোক্তি দেয়ায়; আদালত ১৬/৭/২০১৮খ্রি. তারিখে শিক্ষক মো: ফজর আলি-কে ধর্ষনের মামলায় জামিন দেয়া। ফলে তিনি ২০/৮/২০১৮খ্রি. তারিখে সাময়িক বরখাস্তের প্রত্যাহারের আবেদন করেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

৪। তাঁর (জানাব মো: ফজর আলির) আবেদনের পরে-
(i) উক্ত ধর্ষিত মেয়েটি মাদ্রাসার ছাত্রী থাকায় তর্কিত শিক্ষকের সাথে অনৈতিকতা ও ত্রাশের বিবরণ দিয়ে ২৫/৮/২০১৮খ্রি. তারিখে যৌন নির্যাতনের বিবরণ ও শ্রেণী কক্ষে উপস্থিতির নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করে।
(ii) ০৪/৯/১৮খ্রি. তারিখে অভিভাবক ও একালাবাসী (৮৩ জন) শিক্ষক মো: ফজর আলির বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সাথে যৌন কেলেংকারী, ধর্ষণ, সনদ জালিয়াতিসহ ০৮টি বিষয়ে অভিযোগ করেন।
(iii) ০১/৯/১৮খ্রি. তারিখে অভিযুক্ত শিক্ষকের স্ত্রী তাহেরুন নাহার ধর্ষিতার পিতার বিরুদ্ধে আর্থিক লেন-দেনের অভিযোগ পেশ করেন। অভিযুক্ত শিক্ষক জনাব মো: ফজর আলির সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারে কমিটিকে আইনী হুমকি প্রদর্শন। অভিভাবক ও এলাকাবাসি ছাত্রীকে অনৈতিক কাজে জড়ানো, জাল সনদে চাকুরী, মাদ্রাসার সরকারি ল্যাপটপ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অভিযোগে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন অব্যাহত থাকে।

৫। ফলে ১৫/১২০১৮খ্রি. তারিখে গভর্নিং বডির সভায় আদালতে মামলা থাকায় ১ ও ৩ নং অভিযোগ মুলতবি রেখে জনাব ফজর আলির বিরুদ্ধে অভিভাবক ও এলাকাবাসির (২ নং) অভিযোগ আলোচনান্তে পূর্বের সাময়িক বরখাস্ত বহাল রেখে বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরীবিধি অনুযায়ী (কত নম্বর কোন বিধি তা উল্লেখ নেই) অভিযোগের বিষয়ে তার মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। গত ১৯/৯/২০১৮খ্রি. তারিখে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক জনাব মো: ফজর আলির মতামত গ্রহণের পত্র জারী করা হলে তিনি জবাব না দিয়ে, বিগত ২২/৯/২০১৮খ্রি. তারিখে ম্যানেজিং কমিটি বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্ত করেছে মর্মে জনাব মো: ফজর আলি স্বীকারোক্তি দিয়ে সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারের পুন:আবেদন করে হুমকি প্রদর্শন করেন মর্মে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে। ফলে অধ্যক্ষ কর্তৃক ২৯/৯/২০১৮ খ্রি.তারিখে শোকজ পত্র জারী করায় আদালতে মামলা বিচারাধীন উল্লেখ করে শোকজের জবাব দানে অপারগতা প্রকাশ করা হয় মর্মে বর্ণিত রয়েছে।

৭। উল্লেখ্য মামলাটি ধর্ষিতা ছাত্রীর পিতার দায়ের করা। যার চার্জসিট তখনো হয়নি বিধায় ম্যানেজিং কমিটির ০৭/১০/১৮খ্রি. তারিখের সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-
(i) এলাকাবাসির অভিযোগ তদন্তের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন।
(ii) মাদ্রাসার সরকারী সম্পদ ল্যাপটপ আত্মসাৎ করায় তার ক্ষতি পূরণ আদায়ে বরখাস্তকালীন বেতন ভাতা সাময়িক বন্ধ রাখা।

৮। বিগত ১০/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে শিক্ষক, জনাব মো: ফজর আলির বিষয়ে (১) অসৎ চরিত্রহীন (২) প্রাইভেট পড়ুয়া ছাত্রীর সাথে চেতনা নাষক ঔষধ খাওয়ায়ে অনৈতিক কাজ (৩) পূর্বের ছাত্রীদের যৌন হয়রানি (৪) কম্পিউটার সনদ জাল (৫) ধর্ষণ মামলায় কারাবরণসহ মোট ০৮টি অভিযোগ প্রমাণিত এবং মাদ্রাসার সুনাম নষ্ট হয়েছে মর্মে ১৫/১১/২০১৮ তারিখে গভর্নিং বডির সভায় নিম্নোক্ত ০২টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথাক্রমে-
(i) জনাব মো: ফজর আলি-কে সহকারী শিক্ষক (আইসিটি)পদ হতে বহিস্কার (মহামান্য আদালতের নির্দেশনা ৬০ দিনে মধ্যে)।
(ii) সরকারী দোয়েল ল্যাপটপের ০৩টি মডেলের যে কোন একটি মডেলের ল্যাপটপ জমা দিলে বন্ধকৃত বেতন ছাড়করণ।

৯। অত:পর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে ১৫/১১/২০১৮ তারিখে পত্র জারী করা হলে তিনি ২৪/১১/২০১৮ তারিখে কেবলমাত্র নট্রামস এর ০৩ মাসের সনদ যাচাই এর জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে আবেদনের কথা উল্লেখ করে সময়ের আবেদন করেন। অথচ ১২/১২/২০১৮ তারিখে নট্রামসের ০৩ মাসের সনদ সঠিকসহ অন্যান্য অভিযোগ অস্বীকার করেন মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। ফলে কমিটির ২৮/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে সভায় পুনরায় তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত তদন্ত কমিটির তদন্তে পূর্বোক্ত কমিটির তথ্যসহ ধর্ষিতা ছাত্রী সুমাইয়া খাতুনের সাথে শিক্ষক জনাব মো: ফজর আলি কর্তৃক অনৈতিক সম্পর্ক করতে ফাকা নিকাহনামা ও ষ্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করানো, মাদ্রাসা বোর্ডের ০৭/১০/২০০৪খ্রি. তারিখের সূত্রোক্ত (২) নং পত্রের ৪ নং ক্রমিকের "কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষককে সরকার অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সনদ পত্র পেশ করতে হবে" মর্মে নির্দেশনাটি পালন না করায় প্রশিক্ষণ সনদ ব্যতীত চাকুরী অবৈধ, দাখিল/২০১৮ পরীক্ষায় অসদুপায়

চলমান পাতা নং-০২

অবলম্বন করায় পরীক্ষার হল হতে বহিস্কার এবং নোট গাইড প্রকাশনা সংস্থার নিকট হতে অর্থ গ্রহণসহ মোট ০৮টি অভিযোগে জনাব মো: ফজর আলি অভিযুক্ত মর্মে তার বহিস্কারের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে জনাব মো: ফজর আলি-কে সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) পদ হতে চুড়ান্ত বহিস্কারের অনুমোদনের জন্য গত ২১/০১/২০১৯খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি-তে আবেদন জমা দেয়া হয় মর্মে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

১১। পরবর্তীতে বামাশিবো কর্তৃক বহিস্কারাদেশ অনুমোদনের পরিবর্তে জনাব মো: ফরজ আলি কর্তৃক দাখিলকৃত সাময়িক বরখাস্তের স্বপক্ষে সমর্থনীয় কাগজ পত্রসহ লিখিত ব্যাখ্য দাখিলের নিমিত্ত বামাশিবো কর্তৃক ১৩/১/২০খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে অধ্যক্ষ ও সভাপতি বরারব পত্র প্রেরণ করা হয়।

১২। উক্ত সময়ে পবিত্র রমজান মাসে সভাপতির অসুস্থতার কারণে বোর্ডে উপস্থিতির অপারগতায় সময় প্রার্থনা করা হলেও সময় না দিয়ে বামাশিবো কর্তৃক গভর্নিং বডির সভাপতির অনুপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করে ২৬/৬/২০১৯খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে বহিস্কৃত শিক্ষক জনাব মো: ফজর আলির সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার করে স্বপদে বহালের নির্দেশ পত্র জারী করা হয়।

১৩। জনাব মো: ফজর আলি সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারের আদেশ পেয়ে ৩০/৬/১৯ তারিখে জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট এবং ০১/৭/২০১৯ক্রি. তারিখে অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করে মাদ্রাসায় প্রবেশের চেষ্টা করলে এলাকাবাসি ০৬/৭/১৯খ্রি. তারিখে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মানববন্ধন করে যা দেবহাটা থানার সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪। পরবর্তীতে গত ০৬/৮/২০১৯খ্রি. তারিখে উক্ত শিক্ষকের বরখাস্তের বিষয়টি বামাশিবো'র আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সভায় উভয় পক্ষের শুনানীকালে বামাশিবো'র ২৬/৬/২০১৯খ্রি. তারিখের সূত্রোক্ত (৪) নং পত্রের নির্দেশ মোতাবেক উক্ত শিক্ষকের সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার না করায় মাদ্রাসা কমিটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলে আবেদনকারীর (সভাপতির) আপত্তিতে এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সভাপতির প্রতি সমর্থনের কারণে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা থাকায় রেজিস্ট্রার, বামাশিবো কর্তৃক আলোচনা স্থগিত করা হয় মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, দেবহাটা, সাতক্ষীরা কর্তৃক ২৩/১০/১৯ খ্রি. তারিখে তদন্ত করা হয়। তবে কোন কর্তপক্ষের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তদন্ত করা হয় সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে বাদী একটি মাদ্রাসার শিক্ষক হওয়া সত্বেও **অনৈতিকভাবে একাধিক ছাত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন** মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

১৬। প্রকৃতপক্ষে উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মাদ্রাসা (কমিটির) সাথে কোন মামলা নেই। ধর্ষিত ছাত্রী সুমাইয়া খাতুনের পিতা কর্তৃক দায়েরকৃত জি আর ৮০/১৮ দেব: এম,আর ১০৯৩৫/১৮। বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালম, সাতক্ষীরা এর মামলা নং ১০৩/১৯ বিচারাধীন আছে মর্মে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

১৭। উল্লেখ্য ০৬/৮/২০১৯খ্রি. তারিখে বামাশিবো'র আপিল বোর্ডে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির পর সাময়িক বরখাস্তের শুনানীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মর্মে বামাশিবো'র ২৩/৩/২০২০খ্রি তারিখের সূত্রোক্ত (৫) নং পত্রমুলে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে আপিল বোর্ডের নিষ্পত্তির পূর্বে অভিযুক্ত শিক্ষকের সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার না করায় বোর্ডে উক্ত শিক্ষকের প্রতিকার আবেদন পত্রের কারণে আলোচ্য মাদ্রাসা কমিটির অনুমোদন কার্যক্রম বন্ধের জন্য বোর্ড কর্তৃক আপত্তি দেয়া হয়েছে মর্মে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

১৮। উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত বিষয়ের অস্পষ্টতা নিরসন করে পরবর্তী নির্দেশনা দাবী করে দাখিলকৃত আলোচ্য আবেদনের বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

(i) মাদ্রাসার সাথে অভিযুক্ত শিক্ষকের কোন মামলা না থাকায় বামাশিবো'র ২৩/০৩/২০২০খ্রি. তারিখের সূত্রোক্ত (৫) নং পত্রে বহিস্কার অনুমোদন শুনানীর স্থগিতাদেশ।

(ii) চুড়ান্ত বহিস্কার আদেশে আপীল বোর্ডে শুনানীর পূর্বে সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারের বামাশিবো কর্তৃক ২৬/৬/২০১৯খ্রি. তারিখে দেয়া সূত্রোক্ত (৪) নং পত্রের আদেশ।

(iii) চুড়ান্ত বহিস্কার আদেশ আপীল বোর্ডে শুনানীর পূর্বে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রিট পিটিশন নং-৩৬৫৭/২০১৫ মামলার আদেশের আদলে ডিএমই'র ২৬/০৯/২০১৭খ্রি. তারিখের সূত্রোক্ত (৬) নং পত্রের নির্দেশনা (কোন শিক্ষক-কে ৬০ দিনের বেশী সাময়িক বরখাস্ত না রাখা) বিষয়ে করণীয়।

(iv) সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) এ কর্মরত অভিযুক্ত শিক্ষকের বিষয়ে বামাশিবো'র ০৭/১০/২০০৪খ্রি. তারিখের সূত্রোক্ত (২) নং পত্রের নির্দেশনার আলোকে চাকুরীর বৈধতা।

১৯। এমতাবস্থায়, সাতক্ষীরা জেলা দেবহাটা উপজেলাধীন হাদিপুর জগন্নাথপুর আহছানিয়া আলিম মাদ্রাসা'র ICT শিক্ষক জনাব মো: ফজর আলী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়বস্তু তদন্তক্রমে মহামতসহ প্রতিবেদন আগামী ১৮/০৩/২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: দাখিলকৃত আবেদন-৩১ পাতা (সংযুক্তিসহ)।

(মো: আ: খালেক মিঞা) ১৫/০২/২০২১
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।